মেহেরপুরে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস পালিত

জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও বর্ণাঢ্য র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালত প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির চেয়ারম্যান ও জেলা ও দায়রা জজ মো. গোলাম কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক আলী মাসুদ শেখ, পারিবারিক আপিল আদালতের বিচারক মো. কেরামত আলী, শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. তাজুল ইসলাম, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ইমদাদুল হক, পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপি ইবনে সাজ্জাদ, জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার লাবনী সুলতানা, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, সুবিধাভোগী বেগম আলিয়া খাতুন ও শাকিল আহমেদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সিনিয়র সহকারী জজ (সদর) মো. মাসুদ রানা।

এর আগে দিবসটি উপলক্ষে সকালে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। জেলা ও দায়রা জজ মো. গোলাম কবিরের নেতৃত্বে র্যালিটি আদালত প্রাঙ্গণ থেকে বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

পরে শান্তির প্রতীক হিসেবে পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে দিবসের উদ্বোধন করা হয়। এছাড়া দিবসটি উপলক্ষে আইনজীবী প্যানেলের সদস্য এ কে এম জিল্লুর রহমান ও রুত সোভা মণ্ডলকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

গাংনীতে পরীক্ষা কেন্দ্রে স্মার্টফোন রাখায় পরিদর্শক শিক্ষক বহিষ্কার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে দায়িত্ব পালনকালে পকেটে স্মার্টফোন রাখার দায়ে এক পরিদর্শক শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) গাংনী উপজেলার বামন্দী নিশিপুর স্কুল ও কলেজ কেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে।

কেন্দ্রের সচিব সাজ্জাদুল আনাম স্বপন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, পরীক্ষা চলাকালে কেন্দ্রের ১০২ নম্বর কক্ষে দায়িত্ব পালন করছিলেন গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. আরিফ হোসেন (ইসলাম ধর্ম)।

পরিদর্শনের সময় তার পকেটে স্মার্টফোন থাকার বিষয়টি নজরে আসে। এ বিষয়ে তাকে অবহিত করা হলে তিনি মোবাইল ফোন সঙ্গে থাকার কথা স্বীকার করেন।

পরবর্তীতে তার কাছ থেকে একটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন জব্দ করা হয় এবং তাকে তাৎক্ষণিকভাবে কক্ষ পরিদর্শকের দায়িত্ব থেকে সাময়িক অব্যাহতি দেওয়া হয়। পরে তাকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষে নেওয়া হয়।

কেন্দ্র সচিব আরও জানান, বিষয়টি লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডকে অবহিত করা হয়েছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষের পরবর্তী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গ্লোবাল অ্যাকশন সপ্তাহ

উপলক্ষে আমঝুপিতে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ

শিক্ষা বিষয়ক গ্লোবাল অ্যাকশন সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুরের আমঝুপিতে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) সকাল ১০টার দিকে মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের (মউক) হলরুমে এ আয়োজন করা হয়।

গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মউকের নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জমান সেলিম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সুকুমার মিত্র। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) আবদুর রাহীম, আমঝুপি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি অধ্যাপক সাইদুর রহমান, আমদহ কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি রুহুল আমীন এবং সাবেক কাউন্সিলর আব্দুর রহিম।

অনুষ্ঠানে গ্লোবাল অ্যাকশন সপ্তাহের বিভিন্ন বাস্তবায়িত কার্যক্রম তুলে ধরে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মউকের প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজল রেখা। বক্তারা মেহেরপুর জেলার প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন। বিশেষ করে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতি, বাল্যবিয়ে এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুদের সম্পৃক্ততা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

এছাড়া শিক্ষার্থীদের পাঠদানের মানোন্নয়নে বিশেষ করে রিডিং দক্ষতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন বক্তারা।

আলোচনা সভা শেষে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের আওতাধীন বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত গণিত উৎসবের বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মানবাধিকার কর্মী সাদ আহাম্মদ।

মুজিবনগরে প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন ও সমাপনী

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় উপজেলা পর্যায়ের প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৬ এর উদ্বোধন ও সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ে উপজেলার চারটি ইউনিয়নের ইউনিয়নভিত্তিক ৩৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দলের খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন পর্যায়ের খেলায় চারটি ইউনিয়নের চ্যাম্পিয়ন ও রানারআপসহ মোট ৮টি দল উপজেলা পর্যায়ের গোল্ডকাপ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে।

সোমবার সকাল ১০টায় উপজেলা পর্যায়ের গোল্ডকাপ টুর্নামেন্টের খেলা শুরু হয়। দিনব্যাপী প্রতিযোগিতা শেষে বিকাল ৫টায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপজেলা প্রাথমিক সহকারী শিক্ষা অফিসার শফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সি ওমর ফারুক প্রিন্স, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও জেলা বিএনপির সদস্য আব্দুর রশিদ, মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা খানজাহান আলীসহ বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ।

উপজেলা পর্যায়ের গোল্ডকাপ টুর্নামেন্টে বালক বিভাগে রশিকপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে এবং নাজিরাকোন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রানারআপ হয়।

বালিকা বিভাগে যতারাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন এবং বল্লভপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রানারআপ হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করে।

# [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

## [redacted]

# [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

থাকলেও আগের মতো চাপ নেই। তাদের উপস্থিতি সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

এদিকে, সাম্প্রতিক বৃষ্টিপাতের কারণে কৃষকদের ডিজেলের চাহিদা কিছুটা কমেছে, যা বাজারে চাপ কমাতে ভূমিকা রেখেছে। ফলে সামগ্রিকভাবে জ্বালানি বাজারে স্থিতিশীলতা ফিরে এসেছে।

গাংনীতে পাওনা টাকা চাওয়া নিয়ে সংঘর্ষ,আহত ৩

মেহেরপুরের গাংনীতে পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে উভয় পক্ষের তিনজন আহত হয়েছে। ভাঙচুর করা হয়েছে সখের ব্যাবহৃত মোটরসাইকেল ও ঘরে থাকা আসবাবপত্র। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে।

জানা গেছে, গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামের মৃত ফজলু শাহ-র ছেলে জীবনের কাছে টাকা পায় ওই গ্রামের রবি। আজ সোমবার বেলা ১১ টার দিকে রবি তার পাওনা টাকা চাইতে গেলে জীবনের সাথে বাক-বিতন্ডা শুরু হয়।

এসময় জীবন ও শীলন দুই ভাই রবির উপর দেশীয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়ে আহত করে।

এ ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে রবির পক্ষের লোকজন পাল্টা হামলা চালিয়ে জীবনের মোটরসাইকেল ও ঘরের আসবাব পত্র ভাঙচুর করে।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে পুলিশ।

এতে উভয় পক্ষের আহত হয়েছে তিনজন ৷ আহত রবিকে উদ্ধার করে চিকিৎসা জন্য হাসপাতালে প্রেরণ করেছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি উত্তম কুমার দাস জানান, সংঘর্ষের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

# [redacted]

[redacted]

রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু, উপজেলা জামায়াতের আমীর ডা. মো. রবিউল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, এনসিপির মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য সচিব মোজাহিদুল ইসলাম, সন্ধানী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফর, পলাশীপাড়া সমাজকল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন এবং মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান বকুলসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভায় গাংনীর সাব-রেজিস্টার অফিসের নানা অনিয়ম নিয়ে জেলা প্রশাসককে অবহিত করেন গাংনীবাসী। গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নের দাবি জানান উপস্থিত অনেকে।

গঙ্গাঋদ্ধি: প্রাচীন বাংলার বিস্মৃত শৌর্য ও সমৃদ্ধির ইতিহাস

আমি গর্বের সঙ্গে বলি, আমার বাড়ি কুষ্টিয়ায়। গঙ্গা ও পদ্মার পলিমাখা সেই জনপদে, যা প্রাচীন বাংলার এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সাক্ষী। আজ আমরা যে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছি, তা কোনো সাধারণ ভূমি নয়। এই অঞ্চল ছিল প্রাচীন বিশ্বের অন্যতম পরাক্রমশালী ও ঐশ্বর্যশালী ‘গঙ্গাঋদ্ধি’ বা Gangaridai সাম্রাজ্যের অংশ। ইতিহাসের ধুলো ঝেড়ে তাকালে আমরা এমন এক বাংলার দেখা পাই, যা কেবল সামরিক শক্তিতেই নয়, বরং অর্থনীতি, বাণিজ্য ও সংস্কৃতিতেও ছিল অগ্রগামী।

প্রাচীন সাহিত্যে গঙ্গাঋদ্ধির উল্লেখ
খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রিক ও রোমান ঐতিহাসিকদের লেখায় প্রথম উঠে আসে ‘গঙ্গারিডই’ নামের এক শক্তিশালী জনপদের কথা। ঐতিহাসিক ডিওডোরাস সিকিউলাস, প্লিনি দ্য এল্ডার, কুইন্টাস কার্টিয়াস রুফাস এবং প্লুটার্ক তাঁদের লেখায় এই সাম্রাজ্যের উল্লেখ করেছেন। তাঁদের বর্ণনা অনুযায়ী, গঙ্গাঋদ্ধি ছিল গঙ্গা

নদীর নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত এক বিশাল ও সম্পদশালী রাজ্য, যার সামরিক শক্তি ছিল অপ্রতিরোধ্য।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যেও এই অঞ্চলের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতে ‘বঙ্গ’ নামের একটি শক্তিশালী জনপদের কথা বলা হয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও গাঙ্গেয় অঞ্চলের বাণিজ্যিক গুরুত্বের কথা উল্লিখিত আছে।

আলেকজান্ডার ও গঙ্গাঋদ্ধির কিংবদন্তি
খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে মহাবীর আলেকজান্ডার পারস্য ও আফগানিস্তান জয় করে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রবেশ করেন। পাঞ্জাবের কিছু অঞ্চল জয়ের পর তিনি বিপাশা, বর্তমানে বিয়াস নদীর তীরে পৌঁছান। সেখানেই তাঁর সৈন্যবাহিনী সামনে এগোতে অস্বীকার করে।

গ্রিক ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুযায়ী, এই অস্বীকৃতির পেছনে একটি বড় কারণ ছিল পূর্বদিকে অবস্থিত গঙ্গাঋদ্ধি সাম্রাজ্যের ভীতিজাগানিয়া সামরিক শক্তির খবর। ডিওডোরাস ও প্লুটার্কের মতে, গঙ্গাঋদ্ধিদের ছিল প্রায় ৪,০০০ প্রশিক্ষিত যুদ্ধ-হস্তী, ২০,০০০ অশ্বারোহী এবং দুই লক্ষ পদাতিক সৈন্য।

এখানে মনে রাখা জরুরি, গ্রিক লেখকরা প্রায়ই শত্রুপক্ষের শক্তিকে বাড়িয়ে বলতেন যাতে নিজেদের কৃতিত্ব বড় দেখায়। সংখ্যাটা অতিরঞ্জিত হলেও এটুকু নিশ্চিত যে গঙ্গাঋদ্ধির বাহিনী ছিল বিশাল ও সুসংগঠিত। আলেকজান্ডার পারস্যে মাত্র কয়েক ডজন হাতির মুখোমুখি হয়েই বেকায়দায় পড়েছিলেন। ৪,০০০ হাতির কথা শুনে তাঁর যুদ্ধক্লান্ত সেনাদের মনোবল ভেঙে যাওয়া স্বাভাবিক।

ফলে আলেকজান্ডার আর বাংলা অভিমুখে অগ্রসর না হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হন। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, আলেকজান্ডার প্রকৃতপক্ষে বাংলার মাটিতে পা রাখেননি। তিনি পাঞ্জাবের বিপাশা নদী পর্যন্তই এসেছিলেন। কিন্তু গঙ্গাঋদ্ধির শক্তির খ্যাতি তাঁর অগ্রযাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ফেলেছিল, এটি ঐতিহাসিক সত্য।

গঙ্গাঋদ্ধির ভৌগোলিক অবস্থান ও বিতর্ক
গঙ্গাঋদ্ধির সঠিক সীমানা নিয়ে আজও ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে, এই সাম্রাজ্য গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বদ্বীপ, অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিস্তৃত ছিল। এর কেন্দ্র ছিল বর্তমান ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া ও

মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে।

প্লিনির বর্ণনায় বলা হয়েছে যে গঙ্গাঋদ্ধির রাজধানীর নাম ছিল ‘গঙ্গে’। চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড় ও ওয়ারী-বটেশ্বরের মতো প্রত্নস্থলে যে উন্নত নগর সভ্যতার চিহ্ন মিলেছে, গবেষকরা সেগুলোকেই সম্ভাব্য কেন্দ্র বলে মনে করেন। তবে এখনো প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের অভাবে সঠিক অবস্থান নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি।

আরেকটি বড় প্রশ্ন: গঙ্গাঋদ্ধি কি স্বাধীন রাজ্য ছিল, না মগধের নন্দ বংশের অধীনস্থ মহাজনপদ? প্লুটার্ক যখন ‘প্রাসিয়ই ও গঙ্গারিডই’ একসাথে উল্লেখ করেন, তখন অনেকে ধরে নেন এরা নন্দদের অধীন ছিল। আবার কারো মতে, আলাদা শাসক ও বিশাল সেনাবাহিনীর উল্লেখ প্রমাণ করে এটি স্বতন্ত্র ও পরাক্রমশালী রাষ্ট্র ছিল। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে আরও খনন ও গবেষণা জরুরি।

অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ও কৃষি ঐশ্বর্য
গঙ্গাঋদ্ধির শক্তির মূল ভিত্তি ছিল এর অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা। গঙ্গা-পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের উর্বর পলি এই অঞ্চলকে করে তুলেছিল অত্যন্ত শস্যশ্যামল ও বিত্তবান। প্রাচীন গ্রিক লেখকরা উল্লেখ করেছেন যে এই অঞ্চলে বছরে একাধিকবার প্রচুর ফসল ফলত এবং খাদ্যশস্যের কোনো অভাব ছিল না। এই কৃষি-ঐশ্বর্যই তাদের একটি বিশাল স্থায়ী সেনাবাহিনী ও হস্তীবাহিনী লালন-পালনের সামর্থ্য দিয়েছিল।

কৃষির পাশাপাশি এই অঞ্চলে পশুপালন, মৎস্য আহরণ এবং কুটিরশিল্পও উন্নত ছিল। বিশেষত তাঁত শিল্প ছিল অত্যন্ত উন্নতমানের।

বাণিজ্য ও শিল্পে গঙ্গাঋদ্ধি
গঙ্গাঋদ্ধি কেবল কৃষিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র। নৌপথে এই অঞ্চলের আধিপত্য ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। গঙ্গা নদী ছিল তাদের প্রধান বাণিজ্যপথ।

এই অঞ্চল থেকে উৎপাদিত সূক্ষ্ম সুতি বস্ত্র, যা পরবর্তীকালে মসলিন নামে বিখ্যাত হয়, রপ্তানি হতো রোমান সাম্রাজ্যসহ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে। এছাড়া মসলা, রেশম, হাতির দাঁত এবং মূল্যবান পাথরও রপ্তানির তালিকায় ছিল। বঙ্গোপসাগরের উপকূল থেকে জাহাজে করে পণ্য যেত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আরব এবং পূর্ব আফ্রিকায়।

প্লিনি তাঁর ‘Natural Historia’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে গঙ্গাঋদ্ধি থেকে উৎকৃষ্ট মানের মুক্তা ও সূক্ষ্ম বস্ত্র রোমে আমদানি হতো। এই সম্পদশালী বাণিজ্যের বিনিময়ে রোমান সোনার মুদ্রা এই অঞ্চলে প্রবাহিত হতো, যা স্থানীয় অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করত।

সামরিক শক্তি ও যুদ্ধ কৌশল
গঙ্গাঋদ্ধির সামরিক শক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তার বিশাল হস্তীবাহিনী। প্রাচীন ভারতীয় যুদ্ধকৌশলে হাতি ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। গ্রিক ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুযায়ী, গঙ্গাঋদ্ধির কাছে ছিল প্রায় ৪,০০০ যুদ্ধ-হস্তী। এই সংখ্যা তৎকালীন বিশ্বের যে কোনো রাজ্যের চেয়ে বেশি ছিল।

এছাড়া গঙ্গাঋদ্ধির ছিল সুসংগঠিত পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী। নদীমাতৃক এই অঞ্চলে নৌবাহিনীরও গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। নৌযুদ্ধেও তাদের দক্ষতা ছিল উল্লেখযোগ্য।

সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবন
গঙ্গাঋদ্ধি শুধু সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবেই ঐশ্বর্যশালী ছিল না, সাংস্কৃতিকভাবেও এটি ছিল উন্নত। এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সহাবস্থান ছিল। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে বঙ্গ অঞ্চলের বাণিজ্য ও সমৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক খননে পাওয়া মৃৎপাত্র, মুদ্রা এবং অন্যান্য নিদর্শন থেকে বোঝা যায় যে এখানে নগর সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল। চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড়, তাম্রলিপ্ত এবং পুণ্ড্রবর্ধন ছিল গুরুত্বপূর্ণ নগর কেন্দ্র।

শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চারও প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে এই অঞ্চলেই গড়ে ওঠে পাহাড়পুর ও সোমপুর বিহারের মতো বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

ঐতিহাসিক গবেষণার প্রয়োজন
গঙ্গাঋদ্ধি নিয়ে এখনো অনেক প্রশ্ন অমীমাংসিত রয়েছে। এর সঠিক সীমানা, রাজবংশের নাম, রাজধানীর অবস্থান, এসব বিষয়ে আরও প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও গবেষণা প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের জাতীয় পাঠ্যক্রমে এই গৌরবময় অধ্যায় খুব কমই স্থান পেয়েছে। আমরা বিদেশি বীরদের কথা শিখি, কিন্তু আমাদের নিজস্ব শেকড়ের এই শৌর্যগাথা প্রায় অজানাই থেকে যায়।

উপসংহার
গঙ্গাঋদ্ধি ছিল প্রাচীন বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী ও ঐশ্বর্যশালী সভ্যতা। এর সামরিক শক্তি বিশ্বজয়ী আলেকজান্ডারের সৈন্যদের পিছু হটতে বাধ্য করেছিল। এর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বৈশ্বিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। আর এর সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ পরবর্তী বাংলার ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছিল।

আমরা যারা বাংলার মানুষ, বিশেষত যারা গঙ্গা-পদ্মা অববাহিকার বাসিন্দা, আমরা সেই মহান সভ্যতার উত্তরসূরি। আমাদের দায়িত্ব এই ইতিহাসকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া, আরও গবেষণার মাধ্যমে এর অজানা অধ্যায়গুলো উন্মোচন করা এবং জাতীয় গর্বের এই উৎসকে সংরক্ষণ করা।

আসুন, আমরা আমাদের শেকড়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই এবং গর্বের সঙ্গে জানাই: আমরা অপরাজেয় গঙ্গাঋদ্ধির বংশধর। আমাদের মাটি এমন এক সভ্যতার জন্মভূমি যা কখনো মাথা নত করেনি এবং যা ছিল জ্ঞান, সম্পদ ও শৌর্যে সমুজ্জ্বল। এক সত্যিকারের সোনার বাংলা।